হারানো শৈশব

BSAF

এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পাধীন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার বর্ষ : ১, সংখ্যা : ২, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৬ কে সামনে রেখে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শিশুশ্রম বিরোধী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিএসএএফ এর সদস্য সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা সমূহ থেকে মোট ৩২টি সুবিধাবঞ্চিত শিশু অংশগ্রহণ করে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাটি বিএসএএফ এর সদস্য সংস্থা কমিউনিটি পার্টিসিপেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) এর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

শিশুশ্রম নয় শিক্ষা চাই এই বিষয় চিত্রাঙ্কনে ফুটিয়ে তুলে প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার বিজয়ী হয় বিএসএএফ এর সদস্য সংস্থা নারী মৈত্রী এর সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী অনামিকা আক্তার। শিশু শ্রমিকের বিনোদনের অধিকার এবং গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকের অধিকার চিত্রাঙ্কনে ফুটিয়ে তুলে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ী হয় বিএসএএফ এর সদস্য সংস্থা লিডো এর ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র নিজাম এবং বিএসএএফ এর সদস্য সংস্থা সিপিডি এর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী জান্নাতুল জেরিন মীম। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হবে ০৩ অক্টোবর, শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে।

শিশু অধিকার পরিস্থিতি (জুলাই-সেপ্টেম্বর)

১০টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত শিশু অধিকার লঙ্ঘনের সংবাদ পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষন করে দেখা গিয়েছে, ২০১৬ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে শিশু ধর্ষণ (১৬.৮%), পিটিয়ে নির্যাতন করে হত্যা (৫০%), নিখোঁজ পরবর্তী হত্যা (৭.৬৯%) এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক নির্যাতন (৩৫.০৮%) ২য় প্রান্তিকের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে।

২০১৬ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে ২য় প্রান্তিকের চেয়ে ধর্ষণের ঘটনা কিছুটা কমলেও গড়ে প্রতি মাসে ৩০টির বেশি শিশু ধর্ষণের ঘটনা জাতীয় দৈনিকে এসেছে যা কোন ভাবেই স্বাভাবিক নয়। সেই সাথে ২০১৬ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে বেড়েছে স্কুলগামী কিশোরীদের প্রতি বখাটেদের অত্যাচার। জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০১৬ সময়কালে ইভটিজিং এর শিকার হয়েছে ১৫টি মেয়ে শিশু, বখাটেদের দ্বারা শ্রীলতাহানি এবং যৌন হয়রাণীর শিকার হয়েছে ১০টি মেয়ে শিশু এবং বখাটেদের প্রেম/বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও প্রতিবাদ করায় হামলা, মারধর ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে ১০টি মেয়ে শিশু। যাদের মধ্যে অনেকেই হুমকিতে বিদ্যালয়ে গমন সাময়িক বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

২০১৬ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে শিশু হত্যা বিশেষ করে বাবা-মায়ের হাতে হত্যা এবং শারীরিক নির্যাতন যেমন চুরির অপরাধে পিটিয়ে নির্যাতন বেড়েছে আশংকাজনক হারে। ২০১৬ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে ৬৬ টি শিশু হত্যা করা হয়েছে যার মধ্যে ২১ টি শিশু বাবা-মায়ের হাতে হত্যার শিকার হয়েছে, ১২টি শিশুকে নিখোঁজ পরবর্তী সময়ে হত্যা করা অবস্থায় লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, ৩টি শিশুকে অপহরণের পরে মুক্তিপণের জন্য হত্যা করা হয়েছে, এবং ৩টি শিশুকে পিটিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে।

বাবা-মায়ের হাতে শিশু হত্যার ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাবা-মায়ের মধ্যে পারিবারিক কলহ/বিরোধ এবং পরকীয়ার সূত্র ধরে অবুঝ শিশুকে খুন করা হয়েছে। আবার মানসিকভাবে অসুস্থ মায়ের হাতে শিশু খুন হওয়াসহ শিশুকে বিষ খাইয়ে বা গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করে বাবা/মায়ের আত্মহত্যার প্রবণতাও ছিল লক্ষণীয়।

কেন শিশুর ওপর নির্যাতন বেড়ে চলেছে এবং তা বন্ধে করণীয় সম্পর্কে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারপারসন মো. এমরানুল হক চৌধুরী বলেন, নির্যাতন করার পরও আইনের আওতায় আসছে না অপরাধী। ফলে একের পর এক শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। আইন থাকলে তা উপেক্ষিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত মামলা হলে যে চার্জশিট দেওয়া হয় তাতে আইনের ফাঁক-ফোকর থাকে। নির্যাতিত শিশু দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত আর অপরাধীরা ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী। ফলে মামলা গতি হারায়। শিশুর পক্ষে সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া যায় না। দরিদ্র অভিভাবক অনেক সময় অল্প টাকায় আসামির সাথে আপস করে মামলা তুলে নেয়। যখন ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে, তখন গরিব হলেও সম্মান খোয়ানোর ভয়ে তারা মামলা করে না। আবার মামলা করলেও আসামি পক্ষের আইনজীবীর নোংরা জেরা এবং দীর্ঘ সময় ধরে মামলা চলায় তাদের পক্ষে মামলা চালিয়ে নেওয়াও সম্ভব

শিশু নির্যাতনের ধরণ	এপ্রিল-জুন মোট	জুলাই	অগাস্ট	সেপ্টেম্বর	জুলাই-সেপ্টেম্বর মোট	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)
ধর্ষণ	১২৫	৩৩	৩৭	৩৪	১০৪	-১৬.৮%
হত্যা	৬১	২৪	২৩	১৯	৬৬	৮.১৯%
আত্মহত্যা	৩৬	১০	১৫	১৪	৩৯	৮.৩৩%
অপহরণ	৩৫	১৮	১২	১১	৪১	১৭.১৪%
অপহরণের পর উদ্ধার	৩০	১৪	১১	৮	৩৩	১০%
অপহরণের পর হত্যা	১	০	১	২	৩	২০০%
নিখোঁজ	২৭	১৪	১২	১২	৩৮	৪০.৭৪%
নিখোঁজ পরবর্তী মৃত অবস্থায় পাওয়া	১৩	৫	৭	০	১২	-৭.৬৯%
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক নির্যাতনে আহত	৫৭	২২	১০	৫	৩৭	-৩৫.০৮%
নির্মম পিতা-মাতার হাতে নিহত	১৩	৯	৫	৭	২১	৬১.৫৩%
শারীরিক নির্যাতন / পিটিয়ে নির্যাতন	১৭	১১	৯	৮	২৮	৬৪.৭০%
পিটিয়ে নির্যাতন করে হত্যা	৬	১	২	০	৩	- ৫০%

হয় না। ফলে সমাজে শিশু ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে চলেছে। নির্যাতন বন্ধে সরকারকে দ্রুত বিচারের আওতায় শিশু নির্যাতনের মামলাগুলো নিতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরামের সভা

'এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) পরিচালিত টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ের ১২জন সাংবাদিক নিয়ে গঠিত শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরাম এর দ্বিতীয় সভা ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরামের ৮জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সভাটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের প্রোগ্রাম অফিসার আজমী আক্তার। সভায় শিশু অধিকার পরিস্থিতির ডাটা (জানুয়ারী-আগস্ট ২০১৬) উপস্থাপন করেন আজমী আক্তার এবং এরপর সামগ্রিক শিশু অধিকার পরিস্থিতির উপর দলগত আলোচনা করা হয়।

সভায় উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দকে জানানো হয় যে, "এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশচ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম সাংবাদিক বন্ধুদের জন্য একটি ফিল্ড ট্রিপের আয়োজন করতে যাচ্ছে। কেবলমাত্র শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরাম এর আগ্রহী সদস্যবৃন্দই এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই ফিল্ড ট্রিপে অংশ নিয়ে সাংবাদিকগণ শিশুশ্রম এর ব্যাপারে সরাসরি মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন/ফিচার তৈরি করবেন। বিগত ২০১৫ সালে বিএসএএফ অনুরুপ আরেকটি সফরে সাংবাদিকগণকে কক্সবাজার এর শুঁটকি পল্লীতে নিয়ে গিয়েছিল। সফর শেষে সাংবাদিক বন্ধুগণ তাদের স্বচক্ষে দেখা সেখানকার শিশুশ্রমের উপর ফিচার প্রকাশ করেছিলেন।

পোস্টকার্ড ক্যাম্পেইন

বিশ্ব শিশু দিবস এবং শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০১৬ উপলক্ষে শিশু অধিকার বিষয়ক পোস্টকার্ড ক্যাম্পেইন এর ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) কার্যালয়ে। ২দিন ব্যাপী উক্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে বিএসএএফ এর ৬টি সদস্য সংস্থার ২০জন শিশুকে পোস্টকার্ড ক্যাম্পেইন এর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বিএসএএফ এর প্রোগ্রাম অফিসার আজমী আক্তার।

ওরিয়েন্টেসন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী শিশুরা দলগত আলোচনার মাধ্যমে সমাজে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা শিকার হয় এরকম নানাবিধ সমস্যা সনাক্ত করে এবং সেগুলোর প্রতিকারের দাবি পোস্টকার্ড এর মাধ্যমে যথাপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুরা নিজেদের সংস্থায় গিয়ে বাকি শিশুদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পোস্টকার্ড ক্যাম্পাইন এ অংশগ্রহণ করে।

শ্রম থেকে মুক্তি পাই, সিপ স্কুলে যখন যাই

১৩টি এনএফই কেন্দ্রে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এখন ৩১৬ জন শ্রমে নিয়োজিত শিশু নিয়মিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অন্যান্য পরিচর্যা পাচ্ছে।এদের মধ্যে ১ম শ্রেণিতে ১৬০ জন, ২য় শ্রেণিতে ৬৭ জন, ৩য় শ্রেণিতে ৫৯ জন এবং ৪র্থ শ্রেণিতে ২৯ জন শিশু নিয়মিত স্কুলে আসে। এই শিশুদের মাসিক উপস্থিতির হার ৮৫%। এই সময়ে মোট ৬ জন শিশু শ্রম থেকে সরে এসে মূলধারার শিক্ষার সাথে যুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩৯টি প্যারেন্টিং সেশন হয়েছে, যাতে গড়ে প্রতি মাসে ১৬২ জন শিশু শ্রমিকের পিতামাতা উপস্থিত ছিল। উল্লেখ্য এ বছরের শুরুতেই ১৩৫ জন শ্রমজীবি শিশুকে কর্ম এলাকার বিভিন্ন ফরমাল স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়েছে এবং এরা যাতে স্কুল থেকে ঝরে না পরে সেই জন্য নিয়মিত ফলোআপ রাখা হচ্ছে। এছাড়া ২টি কর্ম এলাকায়ই শিক্ষকদের নিয়ে ৩ টি করে মাসিক রিফ্রেশার্স ট্রেনিং হয়েছে; যাতে ক্লাশ পরিচালনা, মাসিক টার্গেট ও শিশু শ্রমিকদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বন্ধ হবে শিশুশ্রম, থাকে যদি সচল ইসিডি কার্যক্রম

সিপ ইসিএলবি প্রকল্পের মাধ্যমে হাজারীবাগ ঢাকা ও কুতুবপুর নারায়ণগঞ্জের ১৫টি ইসিডি কেন্দ্রে এখন ৪৫৯ জন শিশু নিয়মিত বিকাশের পরিচর্যা পাচ্ছে। এই শিশুদের মাসিক উপস্থিতি ৮৯%। বয়স অনুপাতে সঠিক ওজন উচ্চতার মধ্যে আছে ৬%। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৬'র মধ্যে মোট ৪৫টি (শিশু যত্ন ও লালন পালন বিষয়ে) প্যারেন্টিং সেশন হয়েছে, যাতে গড়ে প্রতি মাসে ২৯৩ জন পিতামাতা উপস্থিত ছিল।

পূর্বে মেইনষ্ট্রিম হওয়া শিশু সহ বছরের শুরুতে যে শিশুদের বিভিন্ন ফরমাল স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে তাদেরকে নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে। এছাড়া ২টি কর্ম এলাকায়ই শিক্ষকদের নিয়ে ৩ টি করে মাসিক রিফ্রেশার্স ট্রেনিং হয়েছে; যাতে ক্লাশ পরিচালনা, মাসিক টার্গেট ও বিকাশের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

কারিগরি প্রশিক্ষণ গড়ে তুলবে মোদের জীবন

টিভিইটি সেন্টারে ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেক ট্রেডে নিয়মিত ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে। ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে। ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ট্রেডের মডিউল প্রিন্ট করা হয়েছে এবং মডিউল অনুয়ায়ী ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে। সেন্টারে সিপিপি (শিশু সুরক্ষা নীতিমালা) অচরনবিধি প্রদর্শন করা হয়েছে। ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ২ মাসের ভাতা প্রদান করা হয়েছে। আর এ সি ট্রেডের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণ (৩টি ফ্রিজ, ২টি এসি, ১টি মটর, ১টি কম্প্রেসার) ক্রয় করা হয়েছে। টিভিইটি সেন্টারের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ এর তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর আইডি কার্ড প্রস্তুতের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। টিভিইটি অপারেশনাল গাইডলাইন তৈরির কাজ চলছে। টিভিইটি সেন্টারে ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর এপ্রোন ক্রয়ের জন্য হেড অফিসে রিকুজিশন প্রদান করা হয়েছে। স্টাফদের আইডি কার্ড দেওয়া হয়েছে। তিনমাসে ৩টি স্টাফ মিটিং হয়েছে। উদ্দিপন থেকে ০১টি, সিপ থেকে ০৩ টি মনিটরিং ভিজিট হয়েছে, যাতে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়।

আমরা সবাই মুক্ত পাখি, শিশু ক্লাবে যখন থাকি

প্রকল্পের হাজারীবাগ ঢাকা ও কুতুবপুর নারায়ণগঞ্জে ২টি কর্ম এলাকায় ১টি করে মোট ২টি সিএলও পরিচালিত হচ্ছে। ২টি সিএলও -তে মোট ৩১২ জন শিশু সদস্য রয়েছে। এই সময়ে সিএলও শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে ৩টি মিটিং হয়েছে।

হাজারীবাগের সিএলও শিশুদের মধ্যে শিশু অধিকার, অংশগ্রহণ, সহায়তা ও জীবন দক্ষতা বিষয়ে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। যাতে মোট ৩১ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে শিশুদের মাঝে সিএলও 'র কাজের প্রতি আগ্রহ এবং উদ্দোমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তারা তাদের বিষয়ে আগের চেয়ে বেশী সচেতন এবং গোছানো। প্রশিক্ষণের পরেই শিশুরা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন করবে।

খেলার খবর

হাজারীবাগের সিএলও শিশুরা ২১ জুলাই ও ১৬ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে যথাক্রমে লুডু ও ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

উক্ত প্রতিযোগিতায় মোট ৮৪ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। হক ট্যানারীর স্বত্তাধিকারি মো. রাশেদুল হক এবং ঠোকাই সমিতির সভাপতি মো. আবুল হাসেম বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

মা-বাবা কাজ করি, শিশুশ্রম মুক্ত দেশ গড়ি

কর্ম এলাকায় শিশুশ্রম দূর করার লক্ষে শিশুদের মা-বাবার মধ্যে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৭২ টি গ্রুপে ১৪৭৯ জন সদস্যর মধ্যে ১০৬৩ জনকে =৬০০৮১০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যার মাধ্যমে পরিবার গুলি আত্মকর্মসংস্থান মূলক কাজ করে স্বাবলম্বি হওয়ার চেষ্টা করছে।

শিশুর শোষণ-নির্যাতন হবে হ্রাস, সচেতন হলে আমরা আজ

কুতুবপুর নারায়ণগঞ্জের সিএলও শিশুরা সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পাগলা হাই স্কুলে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও সচেতনতা মূলক

সিনেমা প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে বিএসএএফ আয়োজিত পোষ্ট কার্ড ক্যাম্পেইনে হাজারীবাগের সিএলও শিশুরা অংশগ্রহণ করে।

টিভি টক-শো

শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে বিএসএএফ আয়োজিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকী, এমপি এর উপস্থিতিতে টিভি চ্যানেল আরটিভি-তে অনুষ্ঠিত টক-শো'তে হাজারীবাগের ট্যানারীতে কর্মরত শিশু রবিন অংশগ্রহণ করে।

সভা

হাজারীবাগ এবং কুতুবপুরের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে ২ টি সভার আয়োজন করা হয়। এতে মোট ৪১ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। মিটিং এ শিক্ষকরা শ্রমজীবী শিশুদের ফরমাল স্কুলে ভর্তি করা এবং বিশেষ যত্ন নেয়ার বিষয়ে একমত হন।

শিশুদের নিয়োগকর্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে কর্ম

এলাকায় ৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৯৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তারা সকলেই কর্মস্থলে শিশুদের শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের ব্যাপারে সচেতন থাকবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শিশু সুরক্ষা মনিটরিং বিষয়ক কমিটির সদস্যদের নিয়ে কর্ম এলাকায় ২ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সদস্যগণ নিজ এলাকার শিশুদের সুরক্ষার জন্য সিপের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন এবং শিশুদের পাশে থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)

গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের অভিভাবকদের নিয়ে শিশু অধিকার বিষয়ক কর্মশালা

গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের অভিভাবকদের নিয়ে দশটি সেন্টারে দশটি শিশু অধিকার বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালা ০৩/০৮/১৬ ইং থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে ১৪/০৮/২০১৬ ইং পর্যন্ত দশটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় শিশুদের অধিকার, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, শিশুদের সাথে কি রূপ আচরন করা যাবে, শিশুদের বিকাশ , বাল্যবিবাহ, শিক্ষার্থীদের সেন্টারে নিয়মিত এবং সময়মত পাঠানো ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় ইসিডিপি বিভাগের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোহাম্মদ জোবায়ের উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন। কর্মশালার শেষের দিকে অভিভাবকগন মুক্ত আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন। আগামীতে অভিভাবকগন তাদের শিশুদেরকে সঠিক সময়ে পাঠানোসহ তাদের প্রতি আরও যত্নশীল হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে আয়োজিত দশটি কর্মশালায় মোট ২৪৪ জন অভিভাবক অংশগ্রহণ করেন।

সি পি এম সি সভা অনুষ্ঠিত ঃ

২৭/০৯/২০১৬ ইং তারিখ বেলা তিন টায় সি পি এম সি সভা এস এস এস প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা

মহিলা লীগের সেক্রেটারী, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনাব রুমা খান তিনি সিপিএসসি এর সভানেত্রী বটে। সভায় ১৬ জন সদস্য উপস্থিত হোন। উক্ত সভায় ডমেষ্টিক চাইল্ড এডুকেশন সেন্টার কি ভাবে বাসা বাড়িতে কর্মরত শিশুদের পড়ালেখা সহ আরো অনেক কর্মকান্ডে সহযোগিতা করছে সেই চিত্র তুলে ধরা হয়। সকল সম্মানিত সদস্যদের ১০ টি ডেমেষ্টিক সেন্টার পরিদর্শনের আমন্ত্রন জানানো হয়। সভায় প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব মোহাম্মদ জোবায়ের প্রস্তাব করেন যে সি পি এম সির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ যদি সেন্টার পরিদর্শন করেন তবে আমাদের শিশুরা অনেক উৎসাহ পাবে এবং তাদের প্রতি যদি কোন নির্যাতন হতে থাকে তবে তা তারা বিনা বাধায় সরাসরি জানাতে দ্বিধা বোধ করবে না। সকল সদস্য এ প্রস্তাবে একমত হোন এবং সভাপতির সম্মতিতে এ প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।

সভাপতি বলেন যে, মাসে একবার নির্দিষ্ট কোন সেন্টারের নিকটবর্তী সদস্যসহ সেন্টার পরিদর্শন করা যেতে পারে । আর এ ভাবে সকল সেন্টার পরিদর্শন করা সম্ভব। এ ছাড়াও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে সকল সম্মানিত সদস্যাদের উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সভাপতির সম্মতিতে সদস্যবৃন্দ র‍্যালীকে উপস্থিত থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তী মিটিংয়ে সকলকে উপস্থিত থাকা সহ যারা উপস্থিত হতে পারেন নি তাদের কে উপস্থিত হওয়া সদস্যবৃন্দ কর্তৃক যোগাযোগের জন্য বলা হয়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সভানেত্রী সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা

বার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসাবে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষা ৩১/০৮/২০১৬ ইং থেকে শুরু করে ০৭/০৯/২০১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ২৫০ জন (১০০%) শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষার ফলাফল

২২/০৯/২০১৬ ইং তারিখ প্রকাশিত হয়। পরীক্ষায় ২৫ জন এ+, ৬৮ জন এ, ১২৮ জন বি, ২৯ জন সি গ্রেড প্রাপ্ত হয়। পাশের হার ১০০ %।

কর্ম সংস্থান বিষয়ক সম্মেলন : ২০১৬

বিগত ২৪ আগষ্ট তারিখে ইসিএলবি প্রকল্পের আওতায় এস এস এস টিভিইটি টাংগাইলের আমন্ত্রণে টিভিইটি গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের নিমিত্তে চাকুরী দাতাদের নিয়ে এক কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্মেলন টিভিইটি ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ম্যানেজার, প্রাণ-মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, প্রাণ-আর এফ এল গ্রুপ, ঢাকা । ইহা ছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/ ফ্যাক্টরীর মালিক ও নিয়োগকর্তাগণও সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি উল্লেখ করেন যে, এস এস এস টিভিইটি এর বেশী সংখ্যক গ্রাজুয়েট প্রাণ-আর এফ এল এর প্রতিষ্ঠিত দেশের বিভিন্ন ইন্ডাষ্ট্রি সেকটরে বর্তমানে চাকরী করছেন।

কর্মীদের কাজের গুণগত মান ও আচার-আচরণ সন্তোষজনক হওয়ায় তুলনামুলকভাবে নিয়োগ ও বেতনভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে কোম্পানি সব সময় বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গি প্রদর্শন করে থাকেন। ভবিষ্যতেও টিভিইটির নতুন

গ্রাজুয়েটদেরকে এ ধারা ও সুনাম অব্যাহত রাখার পরামর্শদান, চাকরী পেতে কিভাবে প্রস্তুত হতে হয় এবং চাকরী পাওয়ার পর স্থায়ীভাবে দীর্ঘদিন কাজ করলে তার সুফল সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের এ ধরনের যুব সমাজকে কর্মমুখী কারিগরি প্রশিক্ষণান্তে কর্ম সংস্থানের প্রয়াস - যা এস এস এস টিভিইটি দাতা সংস্থার সহায়তায় দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখ যোগ্য অবদান রেখে চলেছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

টিভিইটি কার্যক্রম সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিতকরণ সভা

এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ (ইসিএলবি) কর্মসূচির আওতায় এস এস এস - টিভিইটি টাংগাইল ক্যাম্পাসে বিগত ২৮ জুলাই ও ৪ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় টিভিইটি কার্যক্রমের বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাসমূহ যেমন - কর্ম এলাকার দরিদ্র পরিবারের সন্তান তথা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া, বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ, বিনা খরচে কারিগরি জ্ঞান আহরণ ও ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ- দক্ষতা অর্জনের পর বেকারত্ব ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থাকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থান (ব্যবসা) ও বিদেশে চাকুরীর জন্য সহজশর্তে ঋণ গ্রহণের সুযোগ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে উপস্থিত অভিভাবকবৃন্দকে অবহিত করা হয়। উল্লেখ্য যে, অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ক্লাসে প্রেরণ, পুনরায় ঝরে না পড়ার জন্য সহায়তা, কোন অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত না হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সন্তানকে সচেতনতা ও সহায়তা প্রদানের অঙ্গিকার

নিয়ে আলোচনা হয় । বিগত দুটি সভায় মোট ১৮ জন অভিভাবক, সংশ্লিষ্ট ৫ ট্রেড যেমন - ইলেকট্রনিকস্, রেফ্রিজারেশন, অটোমোবাইল, প্লাম্বিং-কনষ্ট্রাকশন এবং ওয়েল্ডিং ট্রেডের ৭১ জন ছাত্র/ছাত্রী, প্রশিক্ষকবৃন্দ, প্রিন্সিপাল, জব প্লেসমেন্ট অফিসার ও প্রকল্প সমন্বয়কারী উপস্থিত ছিলেন।

অভিভাবকবৃন্দ তাদের বক্তব্যে এ ধরনের কর্মমুখী প্রশিক্ষন ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন, দাতা সংস্থা টিডিএইচ নেদারর‍্যান্ডস ও এস এস এস এর সাফল্য কামনান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠান

বিগত ২০ সেপ্টেম্বর হতে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ইং তারিখের মধ্যে টিভিইটিতে চলমান ৫টি ট্রেডে যেমন ঃ অটোমোবাইল ট্রেডের ১৩ জন, ওয়েল্ডিং ট্রেডের ১৪ জন, ইলেকট্রনিক্স ট্রেডের ১৫ জন, রেফ্রিজারেশন ট্রেডের ১৫ জন এবং প্লাম্বিং - কনষ্ট্রাকশন ট্রেডের ১৪ জন সর্বমোট ৭১ জন প্রশিক্ষণার্থী টিভিইটিতে আয়োজিত অভ্যন্তরীণ চুড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে । পরীক্ষার বিষয়সমূহ যেমন ঃ ট্রেড থিওরী, ট্রেড প্র্যাকটিক্যাল, গণিত, ড্রইং, বিজ্ঞান, ইংলিশ ও কম্পিউটার মোট ৭টি বিষয়ে মোট ৭০০ নম্বরের ভিত্তিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে । ট্রেডের প্রশিক্ষকবৃন্দ স্ব- স্ব ট্রেডের পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র সমূহ মূল্যায়ন করে ফলাফল তৈরী করছেন, যার ভিত্তিতে সাময়িক প্রশংসাপত্র প্রদান করা হবে।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, এ বছর থেকেই টিভিইটি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন ক্রমে বোর্ডের নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ পূর্বক বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষাসমূহ এবং মধ্যপর্ব পরীক্ষা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে । উক্ত পরীক্ষাসমূহের ফলাফল ট্রেড প্রশিক্ষকবৃন্দের মাধ্যমে টিভিইটিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে । পরবর্তীতে বোর্ডের নির্ধারিত চুড়ান্ত পরীক্ষার পর সকল পরীক্ষাসমূহের নম্বর সমন্বয় করে চুড়ান্ত ফলাফল কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হবে ।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৬ উদযাপন

"অতীতকে জানবো আগামীতে গড়বো"-এ শ্লোগানকে সামনে রেখে সাভারে পালিত হলো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার প্রায় ৪শতাধিক মানুষের অংশগ্রহণে র‍্যালি ও আলোচনা সভা করা হয়।

৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার দিবসটি পালন উপলক্ষে সাভার উপজেলা প্রশাসন এর আয়োজনে এবং সাভার উপজেলা এনজিও সমন্বয় পরিষদ এর আর্থিক সহযোগিতায় বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করে। প্রথমে উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র‍্যালি বের হয়ে গেন্ডা মহাসড়ক থেকে আবার উপজেলা পরিষদ চত্বরে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ-এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাভার উপজেলা পরিষদ এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিনি আক্তার উর্মি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সানজিদা ইয়াসমিন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার সরকার আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার সৈয়দ শাহ্‌রিয়ার মেনজিস ও ভার্কের প্রজেক্ট ম্যানেজার বাবুল মোড়ল। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভার্ক, ব্র্যাক, কারিতাস, সাস, ওয়াইডাব্লিওসিএ-এর প্রতিনিধিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

শ্রমে নিয়োজিত শিশু ও অভিভাবকদের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান

এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় সাভার কর্ম এলাকার শ্রমে নিয়োজিত শিশু ও অভিভাবকদের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্য হলো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বাড়ানো, শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনা এবং ঝুকিঁপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখা। শিশুদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্য হলো ঝুকিঁপূর্ণ কাজ থেকে কম ঝুকিঁপূর্ণ কাজে আনা এবং ঝুকিঁপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং নিজেকে স্বাবলম্বী করা।

এ বছর ভার্ক পরিচালিত সেন্টারের ১০জন শিশুকে ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, গার্মেন্টস এন্ড সেলাই ও বিউটি পার্লার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ২০জন অভিভাবককে ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, গার্মেন্টস এন্ড সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী সকল শিশু ও অভিভাবক নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং দক্ষ জনশক্তি হিসেবে নিজেদের গড়ে নিতে পারবে বলে আশা করছেন।

শিশু সুরক্ষা বিষয়ে পাথালিয়া ইউনিয়নের জন প্রতিনিধিদের সাথে ভার্কের সংলাপ

৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ পাথালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সভা কক্ষে পাথালিয়া ইউনিয়নের জেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে ভার্কের শিশুশ্রম নিরসন কর্মসূচীর সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। পাথালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: পারভেজ দেওয়ান সংলাপের সভাপতিত্ব করেন। সংলাপে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ ও মহিলা মেম্বারবৃন্দ, এলাকার শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সংলাপের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ভার্কের এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ কর্মসূচির ব্যবস্থাপক বাবুল মোড়ল এবং শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা বলয় সৃষ্টি বিষয়ে ধারণা পত্র তুলে ধরেন প্রোগ্রাম অর্গানাইজার মো: মাসুদুর রহমান। মুক্ত আলোচনায় ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ ও মহিলা মেম্বারবৃন্দ, এলাকার শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

অগ্রগামী শিশু পরিষদ:

"অগ্রগামী শিশু পরিষদ" ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের একটি শিশু সংগঠন যা শিশুদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম, যৌন নির্যাতন, বঞ্চনা ও পাচার বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) করার জন্য, কিন্তু পরবর্তীতে শিশু অধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং করা এবং পরবর্তীতে তা নিয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি করাই হচ্ছে এই সংগঠনের প্রধান কাজ।

"অগ্রগামী শিশু পরিষদ" এর লক্ষ্য:

"অগ্রগামী শিশু পরিষদ" এর লক্ষ্য হল, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের আলোকে বাংলাদেশের শিশুদের বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম, যৌন নির্যাতনসহ সকল অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সাভার তথা বাংলাদেশকে একটি শিশুবান্ধব দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

"অগ্রগামী শিশু পরিষদ" এর উদ্দেশ্য:

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত, গৃহকর্মে নিয়োজিত ও শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভূক্তিকরণ।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুর সুরক্ষার জন্য নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষকে অ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে ইতিবাচক মনোভাব সম্পন্ন করা।

শিশুশ্রমে নিয়োজিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে এমন শিশু এবং শ্রমে নিয়োজিত শিশুর পিতামাতা/ যত্নকারী/ অভিভাবকদের শিশুশ্রমের নেতিবাচক প্রভাব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি।

শিশু অধিকার সনদ কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং তার অগ্রগতি কী তা (তৃণমূল ও স্থানীয় পর্যায়ে) নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা;

সর্বস্তরে শিশুদের বৈষম্যহীন অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও শিশুদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বড়দের সাথে নানা কাজে শিশুদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও মত প্রকাশ করা এবং পলিসি পরিবর্তনে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

শিশু অধিকার বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে শিশু অধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে অবগত করা।

শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি (সিপিএমসি)

উন্নয়নের বর্তমান ধারায় এটি প্রমানিত হয়েছে যে টেকসই উন্নয়ন করতে হলে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে এবং তাদের দক্ষতা উন্ন য়নের মধ্য দিয়ে তাদের দ্বারা সূচিত ও পরিচালিত হতে হবে সকল কার্যক্রম। যেখানে এনজিওর ভূমিকা থাকবে পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করতে সহযোগিতা করা। এ প্রকল্পটিও পুরোপুরি অধিকার ভিত্তিক প্রক্রিয়ার আদর্শে বাস্তবায়িত হবে। এখানে শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি গঠনের সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য হচ্ছে:

প্রকল্প এলাকার শিশু সুরক্ষায় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ সদস্য, এনজিও প্রতিনিধি, প্রেস ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মালিক, অভিভাবক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ডাক্তার, উকিল ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের অর্ন্তভূক্তকিরণ।

সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে শিশুর সুরক্ষা সম্পর্কিত কোন উদ্বেগ দেখা দিলে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের ঝুঁকি প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিজ নিজ এলাকার জনগণকে সচেতন করতে উল্লেখিত কমিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সক্রিয়করণ।

উক্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ নিয়ে গঠিত বিধায় সবার কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা আছে। এজন্য সুবিধাবঞ্চিত, নির্যাতিত ও অবহেলিত শিশুর পাশে দৃঢ় কণ্ঠে দাঁড়ানো এবং শিশু সুরক্ষায় সামাজিক আন্দোলন জোড়দার করণে কমিটিগুলোর কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিতকরণ।

শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি এলাকা ভিত্তিক ১০টি এবং উপজেলা ভিত্তিক ১টিসহ মোট ১১টি কমিটি রয়েছে। এলাকা ভিত্তিক কমিটিতে মোট ১৫ জন সদস্য এবং উপজেলা ভিত্তিক কমিটিতে মোট ৩১ জন সদস্য রয়েছে। গত আগষ্ট মাসে এলাকা ভিত্তিক ১০টি এবং উপজেলা ভিত্তিক ১টি সহ মোট ১১টি সভা করা হয়েছে। সভাগুলোতে স্কুলের বর্তমান অবস্থা, এলাকায় শিশু নির্যাতনের বর্তমান অবস্থা, অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল এবং আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস নিয়ে আলোচনা করা হয়।

নিয়োগদাতাদের সাথে ত্রৈমাসিক সভা

শিশুরা যে সকল কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত আছে তাদের নিয়োগদাতাদের শিশুর প্রতি অধিক সংবেদনশীল করার লক্ষ্যে নিয়োগদাতা ও অভিভাবকদের সাথে সভার আয়োজন করা হয়।

১৫টি সেন্টারের শিশুদের মালিক ও অভিভাবকদের সাথে সেপ্টেম্বর মাসে ১০টি ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় স্কুলের বর্তমান অবস্থা, অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল, মাসিক মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং ধারাবাহিকভাবে শিশুর প্রতি শাস্তি, নির্যাতন ও সহিংসতা, শিশুর বয়:সন্ধিকাল, বৈষম্যে ছেলে ও মেয়ে শিশু, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক, মাদকের ঝুঁকিতে শিশু ও শিশু পাচার আলোচনা করা হয়। তবে গত ৩ মাসে শিশুর বয়:সন্ধিকাল নিয়ে আলোচনা করা হয়। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

আমরা জানি বয়:সন্ধিকালে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। এসময় শিশুদের বিশেষ খাবারের ও বড়দের সহযোগীতাপূর্ন মনোভাবের প্রয়োজন আছে। শিশুদের বয়ঃসন্ধিকালে বিভিন্ন ধরনের শারিরীক পরিবর্তন তাদের মানসিক ভাবে প্রভাবিত করে। শিশুরা আবেগপ্রবন হয় ও অনেক সময় চুপচাপ বা একা থাকতে পছন্দ করে। তাই এসময় শিশুদের সাথে সহজ ও সাবলীল সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের বুঝতে হবে। এই পরিবর্তন যে স্বাভাবিক তা তাদের বোঝাতে হবে। এছাড়া এসময়ে শিশুদের বিশেষ যত্নের মধ্যে খাবার ও পুষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন তাই এ বিষয়ে আমাদের জানা জরুরী।

বয়:সন্ধিকালে পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনীয়তা:

কিশোর-কিশোরী বয়সে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ তাড়াতাড়ি হয়।

তাই তাদের খাদ্যের চাহিদা বেশী থাকে। এ সময়ে খাদ্য গ্রহনের মাত্রা ঠিক না থাকলে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হতে পারে।

তাদের পরিশ্রম করার ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

কিশোরীদের ক্ষেত্রে মাসিকের কারণে আয়রণের অভাব জনিত রক্তস্বল্পতা দেখা দিতে পারে।

দেহের বৃদ্ধির জন্য কিশোর -কিশোরীদের প্রচুর আমিষ ও ভিটামিনযুক্ত খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

শরীর সুস্থ রাখতে হলে পরিমিত পরিমাণে আমিষ ও ভিটামিনযুক্ত খাবার খাওয়া প্রয়োজন। যেমন: ভাত, রুটি, ডাল, ছোট মাছ, শাক সব্জি,ফলমূল, ডিম, দুধ, মাংস, গুড় ইত্যাদি খেতে হবে।

মাসিকের ফলে সৃষ্ট রক্তস্বল্পতা দূর করার জন্য কিশোরীদের নিয়মিত আয়রণ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া খুবই প্রয়োজন।

আয়রন / লৌহের উৎসসমূহ নিম্নরূপ:

তরমুজ, পাকা তেঁতুল, পুঁই শাক, ফুলকপির পাতা, বরবটি, পালং শাক, কলমি শাক, কাঁচ কলা, কচু শাক, ধনে পাতা, করলা, গাজর, সজিনা, সরিষা, মুলা, ছোলা, মিষ্টি কুমড়া, বতুয়া, ডাঁটা, পুদিনা পাতা, পেয়ারা, লেবু/ জাম্বুরা, আমলকি, পাকা টমেটো, কালো জাম, আমড়া, পাকা আম, আনারস ইত্যাদি। এছাড়াও কলিজা, ডিম ও দুধে লৌহ আছে।

ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস ফর প্রোগ্রামড এ্যাকশনস (উদ্দীপন)

ইন্টার্ণশীপ

বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার ট্রেড দু'টির ৬ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হওয়ায় উক্ত ট্রেড দু'টির (ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস ও ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইং লেদার) চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ইন্ডাষ্ট্রিতে তাদের ইন্টার্ণশীপ দেওয়ার ব্যপারে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য, অক্টোবর ২০১৬ এর ১ম সপ্তাহের মধ্যেই উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠান

জানুয়ারি ২০১৬ মাসে দাতা সংস্থা টিডিএইচ-নেদারল্যান্ডস এর সাথে এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের লীড সংস্থা উদ্দীপন এর চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। টিডিএইচ-নেদারল্যান্ডস এর পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সংস্থার প্রোগ্রাম স্পেশালিষ্ট-শিশু সুরক্ষা জনাব এহসানুল হক ও লীড সংস্থা উদ্দীপনের পক্ষে স্বাক্ষর করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সিইও জনাব মো. এমরানুল হক চৌধুরী। চিত্রে উভয়কে চুক্তির কপি বিনিময় করতে দেখা যাচ্ছে।

স্টেকহোল্ডার মিটিং

গত ০৩ আগষ্ট চান্দগাঁও আবাসিক এলাকার উদ্দীপন অফিসে একটি স্টেকহোল্ডার ইনগেজমেন্ট এ্যান্ড ফলোআপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশেষত: ইপসা, টিএমএসএস, কারিতাস, ব্র্যাক, আইডিএফ, নওজোয়ান, স্কাস, ইউসেপ, নিট এর প্রতিনিধিগণ মতবিনিময় করেন । সভায় আলোচ্য বিষয় ছিলো শিক্ষার উন্নতি, ছাত্র-ছাত্রী দের কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও চাকুরির ব্যাপারে উৎসাহিত করা এবং প্রত্যেক এলাকায় টিভেট এর বিস্তার ঘটানো। এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সান্ধ্য কোর্স ও ছুটিরদিনে কোর্স চালু করার ব্যাপারেও মতামত ব্যাক্ত করেন।

অভিবাবক মতবিনিময় সভা

উদ্দীপন টিভেট সেন্টার চলমান শিক্ষার্থীদের ও তাদের অভিভাবকদের নিয়ে পাঁচ টি ট্রেডের (ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফ্রেবিকেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার) পাঁচটি অভিভাবক মত বিনিময় সভার আয়োজন করে। উক্ত মত বিনিময় সভায় ছাত্র-ছাত্রী দের উপস্থিতি,আচার আচারন,স্বাস্থসেবা নিশ্চিতকরন, অবিভাবকদেও সচেতনতা বৃদ্ধি ও ছাত্র-ছাত্রী দের চাকুরীর ব্যাপারে উৎসাহিত করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

শিক্ষার্থী ভর্তি

ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার ট্রেডে ৫ম ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তি প্রচারনা ১ম জুলাই ২০১৬ থেকে শুরু হয়। ২৯

সেপ্টেম্বর ২০১৬ ইং তারিখে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাথী নির্বাচন করা হয়েছে । ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস ট্রেডে ১৫ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার ট্রেডে ১০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। শীঘ্রই ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার ট্রেডের অবশিষ্ট ৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হবে।

ইন্ডাস্ট্রি পরিদর্শন

বিগত ৪ আগষ্ট কনসোর্টিয়াম লিডার ইফতেখার আহমেদ খান, উদ্দীপন টিভেট প্রধান ও সহকারী পরিচালক ড.এস এম শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ আজাহার আলী সরকার ও জেপিও নুরুল আমিন স্থানীয় বিভিন্ন ইন্ডাষ্ট্রিতে গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীদের বর্তমান অবস্থান জানার জন্য বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি যেমন: ম্যাফ সুজ, শোর টু শোর, মেরিডিয়াম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শণ টিম কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর সাথে কথা বলে তাদের বর্তমান অবস্থান ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা জানার চেষ্টা করেন।

পিএম ইজি রিপোর্ট ওয়ার্কশপ

২১ সেপ্টেম্বর উদ্দীপনের প্রধান কার্যালয়ে পিএম ইজি রিপোর্টিং এর উপর এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দীপন টিভেট সেন্টার চট্টগ্রাম এর পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ আজাহার আলী সরকার এবং একাউন্টস এ্যান্ড এডমিন অফিসার জুনাইদুল করিম উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

মূল্যায়ন পরীক্ষা

গত ২১/০৯/২০১৬ ইং তারিখ হতে ২৮/০৯/২০১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত পাঁচ টি ট্রেডের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল , ইলেকট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফ্রেবিকেশন ট্রেড তিনটির ২য় সাময়িক পরীক্ষা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার ট্রেড দুইটির চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ প্রচারনা

গত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ চান্দগাঁও থানার ওসি মোঃ রাশেদ এর নেতৃত্বে উদ্দীপন টিভেট সেন্টারে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় আরও অতিরিক্ত দু'জন পুলিশ সদস্যসহ উদ্দীপন টিভেট প্রধান ও উদ্দীপন সহকারী পরিচালক ড.এস এম শহীদুল্লাহ, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আফজাল মিয়া চৌধুরী, স্পেশাল ডিউটি অফিসার মোঃ সরওয়ার আলম উপস্থিত ছিলেন। সভায় পুলিশের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সম্পাদকীয় পরিষদ
আবদুছ সহিদ মাহমুদ, বিএসএএফ
ইফতেখার আহমেদ খান, ইসিএলবি

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)
বাড়ি # ৪২/৪৩ (লেভেল # ২), রোড # ২
জনতা কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, রিং রোড, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন # (পিএবিএক্স) +৮৮-০২-৯১১৬৪৫৩, ফ্যাক্স # +৮৮-০২-৯১১০০১৭
E-mail: bsaf@bdcom.net; info@bsafchild.net Web: www.bsafchild.net

আর্থিক সহযোগিতায়
terre des hommes
stops child exploitation